



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ।
ই-মেইলঃ dgmbcbd@krishibank.org.bd



নং- প্রকা/শানিব্যাউবি-১(০৪)/২০২১-২০২২/৪৬৩

তারিখঃ ০৫ অক্টোবর ২০২১ খ্রিঃ
২০ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ বিশেষ/অগ্রাধিকার/নির্দিষ্ট ফসলের ঋতসমূহে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের রেয়াতি সুদহারে ঋণ বিতরণ প্রসঙ্গে।

সরকারের সুদ ক্ষতি পূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে মূল অনুসরণীয় বিষয়গুলোঃ

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(১) নিম্নোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ হার সুদে অর্থায়ন সুবিধা প্রযোজ্য হবেঃ

- ক) ডাল জাতীয় ফসলঃ মুগ, মশুর, খেসারী, ছোলা, মটর, মাষকলাই, অড়হর ইত্যাদি।
- খ) তৈলবীজ জাতীয় ফসলঃ সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, সয়াবিন ইত্যাদি।
- গ) মসলা জাতীয় ফসলঃ আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, জিরা ইত্যাদি।
- ঘ) ভুট্টা।

(২) উল্লিখিত ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবেঃ

- ক) একর প্রতি উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মৌসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারীকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে।
- খ) প্রকৃত ঋণ চাহিদার আলোকে ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদের জন্য উল্লিখিত ফসল চাষের উদ্দেশ্যে প্রদেয় ঋণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে যথাযথ নির্দেশনা জারি করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ অগ্রগতির তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে।
- গ) কৃষি ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমনঃ কৃষক প্রতি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সন্যবহার, তদারকি ও আদায় ইত্যাদি এ সব ফসলের ক্ষেত্রেও যথারীতি অনুসৃত হবে।
- ঘ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করলে/আদায় সম্ভব না হলে রেয়াতি সুদ হার প্রযোজ্য হবে না। সেক্ষেত্রে নিয়মিত সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

০২। রেয়াতি সুদহারে লবণ চাষীদেরকে ঋণ প্রদান

এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকার ব্যাংক শাখাসমূহকে লবণ চাষের জন্য কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ বিতরণ করবে। প্রকৃত লবণ চাষীদেরকে জনপ্রতি ০.৫ বিঘা হতে ২.৫ একর পর্যন্ত এলাকায় লবণ চাষের জন্য সরকারি ভর্তুকি ব্যবস্থায় ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, লবণ চাষিগণ কর্তৃক গৃহীত ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখের মধ্যে পরিশোধিত হতে হবে।

জমির ভাড়া, পলিথিন ক্রয়, বাধ নির্মাণ ইত্যাদি ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে একটি ঋণ নিয়মাচার প্রণয়ন ও জারি (এসিডি সার্কুলার নং- ০১/২০১১) করা হয়েছে। যে সকল লবণ চাষির নিজস্ব জমি রয়েছে তাদের ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য জমির ভাড়া বাদ দিতে হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে স্থানীয় অবস্থাভেদে একর প্রতি লবণ চাষের জন্য ঋণের পরিমাণ নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে পারবে।

০৩। পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণঃ

পান চাষের জন্য ব্যাংকের বিদ্যমান ঋণ নিয়মাচার এবং সুদ হার অনুসরণ করতে হবে। বরজে যে পান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ সরবরাহের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পানচাষীদের একক/দল ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করবে।

০৪। মধু চাষের জন্য ঋণ বিতরণঃ

যেসব এলাকায় মধু চাষ করা হয়ে থাকে অথবা মধু চাষের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় মৌ চাষীদের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ঋণ নিয়মাচার অনুসরণে ঋণ বিতরণ করতে হবে। ছোট আকারে মৌমাছি পালন ও মধু চাষীদেরকে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। একক ব্যক্তিকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপ গ্যারান্টি ও প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করে সর্বোপরি ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ করতে পারে।

চলমান পাতা-০২

০৫। অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদানঃ

কৃষি ও পল্লী ঋণ সুবিধা বর্গাচাষী সহ ক্ষুদ্র ও পর্যায়ের কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর পাশাপাশি আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমন চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা, পাহাড়ি অঞ্চল ইত্যাদি) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। অনগ্রসর এলাকার কৃষকদের ঋণের উপর সুদের হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম ধার্য করা যেতে পারে।

০৬। প্রান্তিক ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষীদের অনুকূলে ঋণ প্রদানঃ

ভূমিহীন কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯ চার একরের কম) এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একর থেকে ২.৪৭ একর) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বর্গাচাষীরা এ নীতিমালার আওতায় কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বর্গাচাষীর জাতীয় পরিচয় পত্র থাকতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণ কারি ব্যাংক শাখার আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা কোন প্রকৃত কৃষকদের জমির মালিকের কাছ থেকে একটি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহপূর্বক ব্যাংকে জমা দিয়ে কৃষি ঋণ নিতে পারবেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড থাকলে এ ক্ষেত্রে তাও প্রযোজ্য হবে। সম্প্রতি ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক খোলা একাউন্টধারী কৃষকদেরকে শনাক্তকরণের জন্য উক্ত একাউন্ট কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যতীত পৃথক কোন কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে না। জমির মালিকের প্রত্যয়ন পত্র পাওয়া না গেলে স্থানীয় এলাকার দায়িত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যয়নপত্রের বিপরীতেও ব্যাংক চাষীদেরকে কৃষি ঋণ দিতে পারবে কৃষক শনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রকৃত বর্গাচাষী শনাক্তকরণের পর বার্ষিক শস্য ঋণ নিয়ম-আচার অনুযায়ী তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে হবে। বর্গাচাষী যদি সংশ্লিষ্ট জমি ভাড়ার ভিত্তিতে চাষ করে থাকে সে ক্ষেত্রে জমির ভাড়াসহ ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। বর্গাচাষীদের অনুকূলে ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালায় পাস বই ইস্যু করা যেতে পারে। প্রান্তিক ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষীদের অনুকূলে ব্যাংক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে একক গ্রুপ ভিত্তিতে কৃষি ঋণ প্রদান করতে হবে।

কোন বর্গাচাষী যদি একই মালিকের জমি পরপর তিন বছর চাষাবাদ করে সেক্ষেত্রে আবর্তনশীল শস্য ঋণ সীমা পদ্ধতি নীতিমালা তাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে। বর্গাচাষী নামে যাতে কোনো অ-কৃষক ঋণ গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৭। সফল কৃষকদের অনুকূলে ঋণ প্রদান :

সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতে করে তাদের সাফল্যে অন্যান্য কৃষকরাও উৎসাহিত হবেন।

০৮। মাশরুম চাষের জন্য ঋণ বিতরণ :

বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষে সফলতা লাভের জন্য এখাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন রয়েছে। সে লক্ষ্যে মাশরুম চাষে ঋণ প্রদান করতে হবে। উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

০৯। নেপিয়ার ঘাস চাষে ঋণ প্রদানঃ

বাণিজ্যিকভাবে ঘাস চাষে সফলতা লাভের জন্য এখাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে লক্ষ্যে নেপিয়ার ঘাস চাষে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার এখাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে (পরিশিষ্ট-এ৩) অনুসারে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

১০। রেশম চাষে ঋণ প্রদানঃ

রেশম জাতীয় বস্ত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রেশম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজশাহীসহ যেসব অঞ্চলে রেশম চাষের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রেশম চাষ/ রেশম কীট উৎপাদন, তুঁত গাছের চাষ ইত্যাদি কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রেশম চাষ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে উপর্যুক্ত কর্মকান্ডে ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যেতে পারে। এছাড়া বাণিজ্যিকভাবে রেশম উৎপাদনের জন্য সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

১১। তুলা চাষে ঋণ প্রদানঃ

ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এখাতে ঋণ প্রদানের জন্য স্থানীয় তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকগুলো নিজেরাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অথবা সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

১২। ইনসিটো পদ্ধতিতে কাজু বাদাম চাষে ঋণ প্রদানঃ

উপযুক্ত অঞ্চলে কাজু বাদাম চাষ আবাদের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

১৩। রাশুটান চাষে কৃষি ঋণ প্রদানঃ

লাভজনক হবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এমন বিদেশি ফলের মধ্যে রাশুটান অন্যতম। এ ফল অনেকটা লিচুর মতো তবে আকারে লিচুর চেয়ে বড়, ডিম্বাকৃতি ও কিছুটা চ্যাপ্টা। পাকা ফল উজ্জ্বল লাল কমলা বা হলুদ রঙের হয়ে থাকে। বর্ষাকালে জুলাই আগস্ট মাসে এ ফল পাকে। ফল পুষ্ট হলে উজ্জ্বল লাল অথবা মেরুন রঙের পরিবর্তন হতে থাকে এবং এর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে পাকা ফল সংগ্রহ করার উপযোগী হয়। টপিক্যাল ও সাবট্রপিক্যাল আবহাওয়া বিশিষ্ট অঞ্চলে রাশুটান চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পার্বত্য অঞ্চলের জেলাসহ বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও যশোর জেলায় এই ফসলের চাষ আবাদে সম্ভাবনা বিরাজ করছে। রাশুটান ফল চাষে আগ্রহী কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত নিয়ম অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

১৪। গ্রামীণ অর্থায়নঃ

ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেমন বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, চিড়া মুড়ি তৈরি, কামারের কাজ, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন/ দর্জি, কৃত্রিম গহনা তৈরি, কাঠের কাজ, মুদি দোকান, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ইত্যাদির সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে।

১৫। তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদানঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তাঁত ঋণের জন্য পৃথক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ পূর্বক বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করে থাকে। অন্যান্য সরকারি অথবা বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক সমূহও অনুরূপভাবে কৃষি ঋণের পাশাপাশি গ্রামীণ তাঁতশিল্পে ঋণ প্রদান করতে পারে। এছাড়া ব্যাংকসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় তাঁত শিল্পে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

১৬। কৃষি ও কৃষি বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের ঋণ প্রদানঃ

গ্রামের দরিদ্র মহিলারা যাতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন সে জন্য তাদেরকে শস্য / ফসল উৎপাদন, ছোট আকারে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ব্যবসা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কৃষি কর্মকাণ্ড যেমন বাগান করা, নার্সারি, শস্য উত্তোলন পরবর্তী কর্মকাণ্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মৌমাছি পালন ও মধু চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি খাতে নারীদের কে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

১৭। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদানঃ

প্রতিবন্ধীরা যাতে মর্যাদার সাথে সমাজে অর্থবহ, ফলপ্রসূ ও অবদানমূলক জীবন যাপন করতে পারেন তার জন্য প্রতিবন্ধকতার ধরন বিবেচনা করে কৃষি/অকৃষি নানাবিধ আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণের ব্যবস্থা করবে। প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে তাদেরকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ প্রচলিত শর্তসমূহ কিছুটা শিথিল করতে পারে। কৃষি ঋণ প্রদান ছাড়াও বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, নার্সারি, মৌমাছি পালন, মধু চাষ, ক্ষুদ্র মুদি দোকান ইত্যাদি খাত সহ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য সুবিধাজনক খাতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

১৮। সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কৃষি ঋণ প্রদানঃ

সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থা হল এমন এক কৃষি ব্যবস্থা যাতে কৃষির বিভিন্ন খাতে সমন্বিতভাবে চাষাবাদ করা হয়। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ এর ফলে একখাতের বর্জ্য/ অপ্রয়োজনীয় অংশ অন্য খাতে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় বলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় যা ফার্মের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ব্যবস্থা জনপ্রিয় করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, কৃষি উৎপাদন খরচ হ্রাস, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা সহ বহুবিধ সুবিধা পাওয়া সম্ভব।

এ পদ্ধতিতে যেহেতু কৃষির একাধিক খাত জড়িত সেহেতু এক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী (এককালীন) ও দীর্ঘমেয়াদী (কিস্তি ভিত্তিক) বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। এছাড়া এলাকাভেদে জমির মূল্য মজুরি সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বিভিন্ন হওয়ায় দরুন প্রকল্পের বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকগুলো নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে:

১. সমন্বিত কৃষি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খাতে ঋণের পরিমাণ ঋণের মেয়াদ পরিশোধ সূচী ও অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে এবং এ ধরনের প্রকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ বিতরণ করা যাবে।
২. প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কোন খাতের নিয়মাচার বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত না থাকলে ব্যাংকগুলো নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে উক্ত খাতের জন্য ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।
৩. প্রকল্পে বিভিন্ন খাতে ঋণের পরিমাণ যাচাই পূর্বক সমন্বিতভাবে প্রকল্পে ঋণ বিতরণ করতে হবে।
৪. সামষ্টিক ভাবে লাভজনক এবং পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত ৩-৫ টি কম্পোনেন্ট এর সমন্বয়ে গঠিত ছোট অথবা মাঝারি আকারের সমন্বিত প্রকল্পসমূহে ঋণ প্রদান করা যাবে।

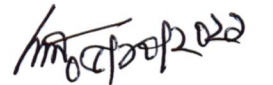
১৯। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদে ঋণ প্রদান

ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের জন্য ব্যাংকসমূহ উল্লিখিত অঞ্চলসহ অন্যান্য যে সকল এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ হয় সে সকল অঞ্চলে চাষীদের ঋণ প্রদান করতে পারে। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার-পরিশিষ্ট 'চ' এবং উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচী-পরিশিষ্ট 'গ' ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল। সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচারে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন সবজি/মসলা বা ফসল চাষে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে সবজি/মসলা বা ফসল চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে।

২০। উপরোক্ত নির্দেশনা সমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, কৃষি ঋণ বিভাগ এর এসিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখঃ ২৯ জুলাই, ২০২১ মোতাবেক জারীকৃত “২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি” এর অনুচ্ছেদ নং- ৬.১৯, ৬.২০, ৬.২১ প্রযোজ্য।

২১। উপরোক্ত নির্দেশনা সমূহ যথাযথ ভাবে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত



(জামিল হোসেন)

সহকারী মহাব্যবস্থাপক

(বিভাগীয় দায়িত্বে)

তারিখঃ ০৫ অক্টোবর ২০২১ খ্রিঃ

প্রকা/শানিব্যউবি-১(০৪)/২০২১-২০২২/৪৬৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর (স্টাফ কলেজসহ), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ০৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে পত্রটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করা হলো।
- ০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও কর্পোরেট শাখাসমূহ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ০৭। সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ০৯। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ১০। নথি।



(ওয়ালি-উল-ইসলাম)

মুখ্য কর্মকর্তা